১৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পুনঃ চালু করা হোক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের আওতায় 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' শিক্ষা বিস্তারে একটি সফল প্রকল্প। এই প্রকল্পটি দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রতি জেলায় ১টি থানায় মাত্র ১২টি কেন্দ্র নিয়ে এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। ধারাবাহিক সফলতার কারণে ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রতি জেলায় তিনটি থানায় মোট ৭৫টি কেন্দ্র নিয়ে এ প্রকল্প চালু রয়েছে। ৭৫টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রতি জেলায় ১৫টি করে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে নতুন চালুকৃত ১৫টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র কমিয়ে ৬০টি কেন্দ্র রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অথচ ১৯৯৮ সালের ২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শত শত ইমামদের নিয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের প্রতি জেলায় ১৫টি করে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি ইমামদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ১৯৯৯ সালে আরো ৭৫টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করবেন এবং এই প্রকল্পের প্রসারে তার সরকারকে নিয়োজিত করবেন। প্রধানমন্ত্রীর জোরালো ঘোষণা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র বৃদ্ধি করা তো দূরের কথা প্রতি জেলায় মাত্র ১৫টি চালুকৃত প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এদেশের প্রায় ১ কোটি শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তার কারণ হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। এদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে সরকারের শত শত কোটি টাকার প্রয়োজন। যা সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে নির্বাহ করা সম্ভব নয়। অথচ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই সব শিশুকে নিয়ে মসজিদের বারান্দায় বসেই সম্মানিত ইমামরা মাত্র ৫০০ টাকায় ফজর থেকে জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা, অংক, ইংরেজী, আরবীসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এদের জন্য নতুন করে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তদুপরি প্রতি জেলায় ১৫টি করে মোট ৯৬০টি কেন্দ্র বাদ দিয়ে এক বছরে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। যদ্বারা বড় সেতুর ১টি পিলার করাও সম্ভব নয়। অথচ বন্যার কারণ দেখিয়ে ৯৬০ জন ইমামকে শুধু আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়নি, এর সংগে ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যা আলেম সমাজ ও সম্মানীত ইমামদের মাঝে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আমরা জানি এবং [illegible] ঘোষণা অনুযায়ী তাদের সরকারের আমলেই [illegible] ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ সেই সরকারের আমলে সামান্য টাকার জন্য ৯০ ভাগ সফল একটি প্রকল্পের অনাকাংক্ষিত মৃত্যু বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না। অন্যদিকে সরকার ঘোষিত ২০০৬ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে 'মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার' গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মমন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, 'মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা' পুনরায় চালু করা হোক।

—শেখ শাহিনুল ইসলাম শাহীন, দৌলতপুর, খুলনা।